এস এ গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতলো গাংনীর মেয়ে নিলুফা

মেহেরপুর তথা বাংলাদেশের মুখ উজ্বল করলো গাংনীর মেয়ে নিলুফা।

নেপালে অনুষ্ঠিত এসএ গেমসে শুটিং ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে নিলুফা। সে গাংনীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ঢাকা ইলেকট্রনিকস এর সত্বাধিকারী রুহুল আমিন এর বড় মেয়ে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ১১ মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১১ মামলার পলাতক আসামী জয়নাল মন্ডল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

গতকাল শনিবার বিকালের দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল তাকে বাড়িবাকা গ্রাম থেকে আটক করে।
আটক জয়নাল মন্ডল মেহেরপুর শালিকা গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে। আটক জয়নাল মন্ডলের নামে মেহেরপুর সদর থানায় ৬টি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে এবং ৫ জি আর মামলা রয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

এর ইউনিট এসে সেটি নিস্ক্রিয় করে। এর আগে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটিতে ইলেকট্রিক সার্কিট যুক্ত থাকায় স্থানীয় প্রশাসন ও পরে র্যার এর একটি দল ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে ফিরে যায়।

দুইদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঢাকা থেকে আসা কাউন্টার টেরোরিজম এর ইন্সপেক্টর কাউছার আলীর নেতৃত্বে একটি দল প্রায় ৩০মিনিট ধরে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি ধ্বংস করে।
এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী প্রেস ব্রিফিং এ বলেন, গত বৃহস্পতিবার জন স্বাথ্য প্রকৌশলী কার্যলয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তুর খবর পেয়ে আমরা পরিদর্শন করি।

সেখানে একটি চিরকুট পাওয়া যায় যেটি আল-কায়েদা নামে লেখা। সেই সাথে ইলেকট্রিক সার্কিট যুক্ত বোমা সাদৃশ্য বস্তু। এ জন্য আমরা কোন ধরনের ঝুকি না নিয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের নির্দেশে বোম ডিসপ্রজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়।

আজ শনিবার তারা নেটি নিস্ক্রিয় করে। বোম ড্রিসপ্রজাল ইউনিটের তথ্য মতে এটি কোন বোমা ছিল না। বালি ভর্তি একটি প্লাসটিকের পাইপ ও এলোমেলো কিছু তারের সংযোগ। কে বা কারা আতঙ্ক তৈরির জন্য এটি করেছে। তবে কারা করেছে সেটি আমরা তদন্ত করে খুজে বের করবো।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জন স্বাথ্য প্রকৌশলী কার্যালয়ে একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খরব দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ গত দুই দিন ধরে জায়গাটি ঘিরে রেখেছিল।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে ৮ কেজি গাঁজা সহ দু’জন পাচারকারি আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম থেকে ৮ কেজি গাঁজা সহ দু’ মাদক পাচারকারিকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কাজিপুর গোলাম বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো গাইবান্ধার গোবিন্দঞ্জ উপজেলার শ্রীতিপুর ছয়ঘরিয়া গ্রামের মোঃ ওয়ারেস মন্ডলের ছেলে মোঃ নয়ন মন্ডল (২৩) ও একই জেলার কয়া পাড়ার দক্ষিন ঘলিয়া এলাকার মো: শাহ জামালের ছেলে শাহ মুসলিম ওরফে তামিম (২৪)।

গাংনী থানা সুত্রে প্রকাশ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পিরতলা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই অজয় কুমার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে কাজিপুর গ্রামের গোলামবাজার এলাকায় দুজন মাদক পাচার কারি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে এমন সংবাদে তাদের আটক করে।

এ সময় পাচারকারিদের নিকট থাকা ২টি ট্রাভেল ব্যাগে প্রতিটিতে ৪ কেজি করে ৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আটককৃতরা ঢাকায় মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিল। এমন সয়ম আমাদের পুলিশ তাদের আটক করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

অবশেষে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে বোমাটি

মেহেরপুর জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে পড়ে থাকা সার্কিটযুক্তযুক্ত বোমাটি দুইদিন ধরে পুরিশ ঘিরে রাখার পর আজ শনিবার সকালে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।

এর আগে রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি দল মেহেরপুর আসে।

পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল ও পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের অপর একটি

তদন্ত দল ঘটনাস্থলে আসে। সকাল ৮টার দিকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের তদন্ত দল কাজ শুরু করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটান। এসময় বিকট শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

তবে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এটি বোমা ছিল না। সার্কিটের সঙ্গে ডিভাইস থাকায় নেগেটিভ-পজেটিভ এক হওয়ায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই কে কারা এ কাজ করেছে। ডিভাইসযুক্ত সার্কিটের ভেতর বালু ছিল।

তিনি আরও জানান, খুলনা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন, তিনি পথে আছেন। এ বিষয়ে ১ টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান ফটকের পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে ডিভাইসযুক্ত বোমাটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে থানা পুলিশ ওই দিন থেকেই ঘিরে রাখে ঘটনাস্থল। এর মধ্যে র্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দল খুলনা থেকে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তবে তাদের কাছে এ ধরনের বোমা নিষ্ক্রিয় করার কোনো যন্ত্র না থাকায় তারা ফিরে যান। পরে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে আসে। এদিকে বোমার ব্যাগটির পাশেই আনসারুল্লাহ ইসলামী জঙ্গি সংগঠন লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায়। সেই চিরকুটের কারণেই এলাকাই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

দুধ ভাতে মাছি – চাঁদনী

ওরে ও সোনামনি
কাল তুমি ভাত খাওনি।
দুধ ভাতে পড়ল মাছি,
তাই আমি রাগ করেছি।

দুধভাতে শক্তি বেশি
খেতে লাগে মিষ্টি।
আজ তুমি খাও দেখি
বড় হবে তাড়াতাড়ি।

গাংনীতে মিথ্যা মামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে মিথ্যা মামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে করমদি গ্রামের মৃত আফেল উদ্দিনের ছেলে মিন্নাত আলী।

গতকাল শুক্রবার বিকালে প্রেস হাউজের নিজস্ব অফিস কক্ষে তিনি সংবাদ সম্মেলনে স্ব-স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

ভুক্তভোগী আব্দুল হান্নানের সহোদর ভাই করমদি গ্রামের মৃত আফেল উদ্দিনের ছেলে মিন্নাত আলী অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলনে জানান, তার ভাই আব্দুল হান্নানকে গাংনী থানা পুলিশের এস আই মেজবাহুর রহমান গ্রামের কিছু কু-অভিসন্ধি পরায়ন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিষিদ্ধ মাদক ফেন্সিডিল মামলায় জড়িত করেছে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমার ভাই এ ধরনের কোন অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত না। গত ০২/১১/২০১৯ ইং তারিখে আমাদের গ্রামের করমদি সাহাজিপাড়ার আমজাদ হোসেন শাহের ছেলে মিন্টু আলী শাহকে পুলিশ আটক করেন। মিন্টুর উদ্ধৃতি দিয়ে পরে আমার সহোদর ভাই আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মামলা নং-০৪ তারিখঃ ০২/১২/২০১৯ ইং ধারা- ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ /আইনের ৩৬ (১) সারণীয় ১৪ (গ) /৪১ তে নাম লিপিবন্ধ করেছেন। যা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

তিনি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তার সহোদর ভাইয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলার জোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি সংবাদিকদের আরো জানান, ইতিপূর্বে গাংনী থানার পুলিশ আমার

ভাই আব্দুল হান্নানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও গাঁজার একটি মিথ্যা মামলা দিয়েছে যা সম্পুর্ণ মিথ্যা।

ওই মামলায় আমার ভাইকে জড়িত করায় আমার ভাই কয়েকজন পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন যাহা বর্তমানে আদালতে চলমান আছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

ডিসির স্ত্রীর পরিচয়ে প্রতারণার চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের স্ত্রী পরিচয় দিয়ে মোবাইলফোনে চুয়াডঙ্গা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে টাকা দাবী করেছে এক নারী। একই নম্বর থেকে সড়ক বিভাগের একাউন্ট অফিসারের কাছে নিজেকে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্ত্রী পরিচয় দিয়ে টাকা দাবী করে।

বৃহস্পতিবার রাতে এসব ঘটনা ঘটে। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন নির্বাহী প্রকৌশলী শওকত আহম্মেদ মজুমদার।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শওকত আহম্মেদ মজুমদার ও একই অফিসের একাউন্ট অফিসারের ফোন দেন এক নারী। তিনি নিজেকে ডিসি এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর স্ত্রী পরিচয় দিয়ে তাদের কাছে বিকাশের মাধ্যমে টাকা দাবী করেন। এতে তাদের সন্দেহ হলে নির্বাহী প্রকৌশলী বিষয়টি জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারকে জানান। পরে জেলা প্রশাসকের পরামর্শে নির্বাহী প্রকৌশলী চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ খান বলেন, এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী থানায় লিখিত

অভিযোগ করেছেন।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে জমে উঠেছে গরীবের সুপার মার্কেট

মেহেরপুরে শুরু হয়েছে শীতের তিব্রতা। শীত শুরু হওয়ার সাথে সাথে শীতের পোশাক কেনারও ধুম পড়েছে পোশাক বাজারে। উচ্চবিত্তরা বড় বড় মার্কেটে ছুটলেও মধ্যবিত্ত ও নি¤œবিত্তরা ছুটছে পুরাতন পোশাকের দোকান গুলোতে।

গরীবের সুপার মার্কেট ক্ষ্যাত পৌর গরুর হাট সংলগ্ন পুরাতন পোশাকের দোকান গুলো ইতিমধ্যে বেশ জমে উঠেছে। সপ্তাহে দুইদিন (শ্রক্রবার ও মঙ্গলবার) রাস্তার দুইপাশে প্রায় ৩৫টি দোকানে বিক্রি হচ্ছে পুরাতন সব পোশাক। দিনের শুরুতে এইসব দোকান গুলো খোলা হলেও বেচাকেনা শেষে সন্ধার পর পরই এগুলো আবার বাড়ি নিয়ে যায় বিক্রেতারা।

নিন্ম আয়ের মানুষ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তরা ভিড় জমাচ্ছে এইসব দোকান গুলোতে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় দেশি বিদেশি পুরোনো বাহারি সব পোশাকে সাজানো এইসব দোকান গুলো। একদাম-একদর, দেখে নিন-বেছেনিন, আগে আসলে আগে পাবেন এই ধরনের হরেক রকম স্লোগানে ক্রেতাদের আকৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বিক্রেতারা।

৪০-৫০টাকা থেকে শুরু করে ২০০-৩০০টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছে পোশাক গুলো। সয়েটার, জ্যাকেট, কোর্ট, ব্লেজার, গেঞ্জি সহ বিভিন্ন পোশাকের দিকে ঝুকছে মানুষ। তবে বেশি বিক্রি হচ্ছে জাম্মপার ও জ্যাকেট।
এছাড়াও প্রতিদিন মেহেরপুর শহরের পৌর এলাকা থেকে শুরু করে কোর্টমোড় পর্যন্ত প্রায় ১০ জায়গায় ফুটপাতের উপর বসেছে পুরাতন

পোশাতের হাট।

চাঁদবিল কোলার মোড়ের আজিজ, পেশায় কাঠ মিস্ত্রি। শুক্রবার গরুরহাট সংলগ্ন পুরাতন পোশাকের দোকানে এসেছে পোশাক কিনতে। কথা হলো তার সাথে। কয়টা পোশাক কিনলেন জানতে চাইলে, বেশ সাচ্ছদন্দেই উত্তর দিলেন ,তিনটা কিনেছি। আগামী সপ্তাই আবার আসবো। বেশ ভালো ভালো পোশাক পাওয়া যাচ্ছে কম দামে।
গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের জুয়েল দোকান দিয়েছেন গরুর হাট এলাকায়, তিনি বলেন প্রতি বছর শীতের মৌসুমে আমি ব্যবসা করি। শীত মৌসুমে ব্যবসায় লাভ ভালো হয়। তবে এবার দাম বেশি নেওয়ায় আমাদের বিক্রি করতে হচ্ছে বেশি দামে। আগে আমরা প্রতি পুরাতন পোশাতের গাইট কিনতাম ৭-৮ হাজার টাকাই। এবার একই পোশাকে গাইট কিনতে হচ্ছে ১২-১৫ হাজার টাকায়।

অপর ব্যবসায়ী মেলিম বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম এলাকা থেকে এসব পোশাক আসে। পোশক গুলো বেশির ভাগই বিদেশি। আমরা কিনে আনি দ্বিতীয় পাটির কাছ থেকে। আমরা কুষ্টিয়া থেকে এসব পোশাক সংগ্রহ করি। প্রতি গাইটে ২-৩ হাজার টাকা লাভ হয়। আবার যদি পোশাক খুব ভালো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে লাভের পরিমানটাও বেশি হয়ে যায়।

- রাব্বি পারভেজ